রাত্রি

কলঙ্কিনী নদী

৫

বিশ্রাম কক্ষে বিশ্রাম করছে, লতিফা আর তার চামচা নার্সগুলো। তাহমিনা টিফিন করার জন্যে বড় সাইজের একটা বিস্কিটের প্যাকেট কিনে এনে র‍্যাকের উপর রেখেছিলো। রোকেয়া সেই প্যাকেটটা খুলে বিস্কিট খেতে খেতে বললো, এতদিন পর বুঝি রাত্রির একটা ভালো বিচার হলো। তারপর লতিফার দিকে তাঁকিয়ে বললো, লতিফা সিস্টারের তুলনাই হয়না।

লতিফা বললো, এ আর দেখেছো কি? কত বাঁকা মেয়ে সোজা করে ফেললাম এই জীবনে।

তাহমিনা ঐপাশে চা বানাচ্ছিলো। সে রোকেয়াকে তার বিস্কিটের প্যাকেট খুলে খেতে দেখে চেচিয়ে বললো, এটা তো আমার।

সাজেদা একটা বিস্কিট হাতে নিয়ে বললো, তাহমিনা, চা আর কত দেরী?

তাহমিনা বললো, এই তো আনছি।

তাহমিনা টেবিলের উপর সবার চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে বললো, সুমির তদারককারী হিসেবে তো সিরিয়ালে সাজেদা সিস্টার, তাই না?

সাজেদা বললো, না না, চাকরী করে নিজের সংসার দেখতে দেখতেই হিমসিম খাচ্ছি, বাড়তি ঝামেলা আমার দরকার নাই। রোকেয়া, তুমি বরং এই দায়ীত্বটা নাও।

রোকেয়া বললো, বলো কি? আমার মাথা এত খারাপ হয়ে যায়নি। ঐ দেমাগী মেয়ের দায়ীত্ব আমি নিতে পারবোনা। আমি বলি কি, তাহমিনা আর সুমিতো প্রায় সমবয়সী। তুমিই ঠিক করতে পারবে ঐ মেয়েকে।

তাহমিনা চা খেতে খেতে বললো, অসম্ভব, মরে গেলেও না। ঐ দস্যি মেয়ে!

লতিফা সবার কথার মাঝে বলে উঠলো, ঠিক আছে, তোমাদের কাউকে দায়ীত্ব নিতে হবে না, আমি নিজেই সুমির দায়ীত্ব নিবো। দেখবে দুই দিনেই ঠিক করে ফেলেছি তাকে।

সবাই অবাক হয়ে লতিফার মুখের দিকে তাঁকিয়ে বললো, আপনি?

লতিফা হেসে বললো, হুম, আমি!

সবাই হাতে তালি দিয়ে উঠলো, বললো, তাহলে বেশ মজা হবে।

রাধিকা অনেকটা অগ্নিমূর্তি হয়ে বিশ্রাম কক্ষে এসে ঢুকলো, চেচিয়ে বললো, কতক্ষন পর্য্যন্ত আর বিশ্রাম করবে তোমরা? তারপর লতিফার দিকে তাঁকিয়ে বললো, কাজের প্রতি আরো কিছুটা সিরীয়াস হলে কেমন হয়?

রাধিকা যেমনি ছুটে এসেছিলো, তেমনি ছুটে বেড়িয়ে গেলো।

রোকেয়া বললো, হুম বেটীর মাথাটা একেবারে গেছে আজকে, এখনই সুযোগ।

লতিফা বললো, দেখো না আমি কি করি? দুই দিন পর আমার পায়ে এসে পরে কুল কিনারা পাবেনা ঐ রাধিকা।

সবাই আবারো হাতে তালি দিয়ে উঠলো, বললো, সাবাস সিস্টার লতিফা।

রাধিকা নার্স ষ্টেশনে ফিরে এসে একটা ছোট নিঃশ্বাস ছাড়লো। নার্স ষ্টেশনের কাচেঁর জানালা দিয়ে সে দেখতে পেলো বারান্দায় পাশাপাশি হেটে যাচ্ছে সাকীব আর আহমেদ।

সাকীব অন্যমস্নক হয়ে কি যেনো ভাবছে। আহমেদ একজন রোগীর রিপোর্ট ব্যাখ্যা করছে। সাকীবের কানে কিছুই যাচ্ছেনা।

আহমেদ তার রিপোর্ট ব্যাখ্যা শেষ করে বললো, আমার মনে হয় আর কোন বড় সমস্যা নাই।

সাকীব বললো, কে বললো সমস্যা নাই। আমি বড় একটা বিপদ দেখতে পাচ্ছি।

আহমেদ অবাক হয়ে বললো, বড় বিপদ? কেনো?

সাকীব বললো, কেনো আবার? রাত্রি সুমির তদারকী ছেড়ে দিয়েছে, সুমি বলছে চাকরী ছেড়ে দেবে। একসংগে দুটো নার্সের সমস্যা, আর তুমি বলছো সমস্যা নাই?

আহমেদ বললো, ও, রাত্রি আর সুমির কথা বলছেন? ঐসব আমার উপর ছেড়ে দিন।

সাকীব বললো, তোমাকে কি ওরা কিছু বলেছে নাকি?

আহমেদ কিছু একটা বলতে চাইছিলো, ঠিক তখুনি পেছন থেকে রাধিকা এসে বললো, সাকীব, যাবার সময় ম্যাটার্নিটি থেকে দিলকে সংগে নিয়ে যাবে। আমার ওভার টাইম পরেছে আজকে।

কথাগুলো বলেই রাধিকা চলে গেলো। সাকীব রাগ করার ভান করলো, কি? কিসের ওভার টাইম?

রাধিকা কোন কিছু শুনছেনা। সাকীব আবারো ডাকলো, রাধিকা বললে নাতো হঠাৎ আবার কিসের ওভার টাইম?

তারপর, আহমেদকে বললো, আর যাই করো, ঐ নার্স কখনো বিয়ে করবেনা। জীবনটা তছনছ হয়ে যাবে।

রাত্রি বাসায় ফিরে বিছানার উপর শুয়ে শুয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিলো। হঠাৎ দরজায় নক করার শব্দ শুনে বললো, কে? দরজা তো খোলা ভেতরে আসুন।

দরজা খুলে ভেতরে চুপি দিলো রাধিকা।

রাধিকাকে দেখে অবাক হয়ে গেলো রাত্রি। সে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, বললো, কি ব্যাপার হঠাৎ করে?

সে একটু থেমে বললো, ওহ বুঝতে পারছি। তদারককারীর ব্যাপারটা তো? তদারককারীর ব্যাপারে অনুরোধ করতে এসে থাকলে বলবো, অসম্ভব। অনেক বড় আশা নিয়ে হয়তো আমাকে বুঝাতে এসেছেন। দুঃখিত, আপনি এখন যেতে পারেন।

রাধিকা চুপচাপ রাত্রির কথা শুনছিলো। রাত্রির কথা শেষ হতেই সে একটা পলিথিনের ব্যাগ রাত্রির দিকে তুলে ধরলো।

রাত্রি বললো, কি এটা?

রাধিকা বললো, ইচ্ছে হলে খুলে দেখ?

রাত্রি পলিথিনের ব্যাগের ভেতরে একটা মোটা কাগজের প্যাকেট দেখতে পেলো। সে প্যাকেটটা বেড় করে তার মুখটা খুলতেই দেখলো, বড় বড় সাইজের কয়েকটা ভাপা পিঠা। সে চোখ কপালে তুলে বললো, ভাপা পিঠা?

রাধিকা বললো, হুম, আসার পথে রাস্তায় বিক্রি হচ্ছিলো দেখে কিনে ফেললাম। ভাবলাম তোকে সংগে করে খাই।

রাত্রি খুশী হয়ে বললো, ধন্যবাদ সিস্টার। তাহলে তাড়াতাড়ি ভেতরে আসো, আহা কতদিন ভাপা পিঠা খাইনা!

রাত্রি ভাপা পিঠার প্যাকেটটা নিয়ে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসলো। রাধিকা গ্যাসের চুলাটার দিকে এগিয়ে গেলো। সে এটা সেটা খোঁজে চায়ের আয়োজন করতে লাগলো।

রাত্রি ভাপা পিঠার প্যাকেটটা খুলতে খুলতে কি যেনো মনে হলো। সে রাধিকার পেছনে এসে দাঁড়ালো, বললো, সিস্টার, তুমি তো কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ভাপা পিঠাগুলো এনেছো, তাই না?

রাধিকা বললো, মোটেও না। আসলে আমি তোর মনের কথা সব বুঝি। এমন একটা সময় আমারো ছিলো। নার্সের কাজ কিছুই বুঝতাম না তখন। তার উপর আমার ঘরে চাপিয়েছিলো এক নবাগতা দজ্জাল মেয়েকে তদারকীর জন্যে।

রাত্রি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে রাধিকার কথা। সে বললো, তারপর?

রাধিকা বললো, সে এক কষ্টের কাহিনী। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতাম মেয়েটাকে সব শিখাতে। মেয়েটা উল্টো আমাকে শিখাতে আসতো।

রাত্রি বললো, তারপর? তারপর?

রাধিকা বললো, আমার তো এক মহা প্যানিক অবস্থা। আমি মেয়েটাকে ডাইনে যেতে বললো, সে যেতো বামে, আর বামে যেতে বললে, সে যেতো ডানে। আমি যদি তাকে ধমক দিতাম, সে আমাকে পাল্টা ধমক দিতো।

রাত্রি বললো, তাই নাকি? আমর চাইতেও কঠিন সময় ছিলো দেখছি তোমার?

রাধিকা দু কাপ চা রেডী করে ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, তবে আর বলছি কি? কাজ করতে বললে কাজ করতো না, আবার মুখে মুখে তর্ক করতো।

রাত্রি বললো, সব যুগেই তাহলে একই রকম ঘটনা ঘটে? তারপর? তারপর?

রাধিকা টেবিলের উপর চায়ের কাপ দুটো রেখে চেয়ার টেনে বসলো। তারপর বললো, তার উপর, আমার আবার ভাপা পিঠার উপর ছিলো প্রচণ্ড লোভ। একেবারে তোর মতো।

রাত্রি বললো, তোমার সাথে দেখছি আমার প্রচণ্ড মিল?

রাধিকা বললো, জানিস, আমার তখন তাকে খুব বলতে ইচ্ছে হতো, তুমিও একদিন তদারককারী হবে। তখন তুমি আমার মনের কথা বুঝবে। অর তাই, তোমাকে আমি আমার নিজের মতো করে, ঠিকমতো গড়ে তুলবো।

রাধিকা একঠু থেমে বললো, আহা সেইসব দিন গুলো?

রাধিকার কথা শুনে, রাত্রি কেমন যেনো বোকা বনে গেলো। সে কি জানি ভাবলো মনে মনে। তারপর কিছুক্ষন চুপচাপ থেকে আহলাদী গলায় বললো, সিস্টার, উদাহরন দিতে গিয়ে আমার কথা বলছো নাতো হরবর করে?

রাধিকা নিজের এমন একটা অভিনয়ের জন্যে মনে মনে হাসি পাচ্ছিলো খুব। সে তার হাসি লুকিয়ে বললো, মিছে মিছি বানিয়ে কথা বলতে যাবো কেনো?

রাত্রি বললো, সত্যি বলছো তো?

রাধিকা বললো, নবাগতারা সবসময় একটু স্বার্থপর থাকে। তার জন্যে একটু ধৈর্য্য না ধরলে কি চলে? আমার এত কিছুর বিনিময়ে, তাই তো আজকে আমি নার্স সুপারভাইজার হয়েছি।

রাত্রি বললো, সিস্টার, সত্যিই তোমার কোন তুলনা হয়না। এসো, এবার গরম গরম ভাপা পিঠাগুলো খেয়ে ফেলি।

রাত্রি ভাপা পিঠা খেতে শুরু করলো গাপুস গুপুস করে। খানিকটা মুখে পুরে দিয়ে বললো, হেভী টেষ্টী!

রাধিকা ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁকিয়ে রইলো কিছুক্ষন রাত্রির দিকে। তারপর বললো, রাত্রি, তুই আমাকে না দিয়ে, নিজেই খেতে শুরু করলি? সাধারনত, আগে মেহমানকে দিয়ে, তারপর নিজে খেতে হয়।

রাত্রি বললো, তুমি খাবে নাকি সিস্টার?

রাধিকা রাগ করার ভান করে বললো, না খেলে এগুলো বহন করে এখানে এলামই বা কেনো?

রাত্রি বললো, তাহলে ভাপা পিঠার সংখ্যা বেজোড় কেনো? এই দেখো তিনটা। ঠিক আছে, তুমি খেতে চাইলে, একটা খেতে পারো, আমি দুটো।

রাধিকা রাত্রির অগোচরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। তারপর ভাপা পিঠা খেতে লাগলো।

সকালে ঘুম ভাঙতেই টিপয়ের উপর রাখা হলুদ রংয়ের কসমস ফুলটায় নজর পরতেই মনটা ভরে উঠলো জে করিমের। সকালে গোসল না করে যার ক্ষুধাই লাগেনা, রাত্রি আর সুমির উপর রাগ করে গোসলের ব্যাপারটা সে রোধ করে রেখেছিলো মনের মাঝে। সে কি মনে হতেই নার্স কল করলো। রাত্রি নার্স কল রিসিভ করলো।

রাত্রি নার্সকল রিসিভ করে রাধিকাকে বললো, করিম সাহেব গোসল করতে চাইছে। আমি যাচ্ছি।

রাত্রি নার্স স্টেশন থেকে বেড় হতে উদ্যোগ করতেই রাধিকা বললো, করিম সাহেবকে গোসল করানোর ভার কিন্তু দুজনের উপর দেয়া হয়েছিলো।

রাত্রি থমকে দাঁড়ালো।

লতিফা চেচিয়ে বললো, সুমির তদারকীর ভার তো আর রাত্রির উপর থাকার কথা নয়।

রাধিকা বললো, রাত্রি, তুমি কি বলো?

রাত্রি কোন উত্তর দিলোনা। সে ফিরে এসে সুমির সামনে দাঁড়ালো। বললো, চলো, করিম সাহেবকে গোসল করাতে যাই।

সুমি পাত্তা দিলোনা।

রাধিকা বললো, সুমি, রাত্রি কি বলছে, শুনতে পেয়েছো নিশচয়?

সুমি বললো, হুম, ঠিক আছে, চলো।

জে করিমের হুইল চেয়ারটা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলছে রাত্রি। সুমি মন খারাপ করে পেছনে পেছনে চলছে। পথে আহমেদের সাথে দেখা হলো। সে কি যেনো বলতে চাইছিলো। রাত্রি পাত্তা দিলোনা। সে জে করিমের সাথে কথা বলতে লাগলো।

জে করিম বাথ টাবের পানিতে বসে আনন্দে গুন গুন করে গান ধরলো। রাত্রিও সাথে সাথে ঠোট মিলিয়ে গাইছে, কান্দ কেনে মন, কান্দিয়া কান্দিয়া যাইবো তোমার জীবনরে।

সুমির খুব বিরক্ত লাগছিলো। কি বিশ্রী ব্যাপার! কি বিশ্রী এই নার্সের কাজ! জানা নেই শুনা নেই একটা অপরিচিত বুড়ো লোককে গোসল করিয়ে দিতে হবে? সুমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। রাত্রি জে করিমের গায়ে সাবান মাখা শেষ করে বললো, এবার মাথায় শ্যাম্পু করবো। এখানে মাথাটা কাৎ করে রাখুন।

তারপর সুমিকে বললো, সুমি শাওয়ারের পানির তাপমাত্রা রেডী করো।

সুমি না শুনার ভান করে দাঁড়িয়ে রইলো।

জে করিম সুমিকে ধমক দিলো, এই মেয়ে কানে শুননা?

সুমি বললো, হুম করছি।

সুমি শাওয়ারের মুখের কাছে হাত রেখে পানির নবটা ঘুরাতেই প্রচণ্ড গরম পানির একটা ধারা ছুটে এসে পরলো তার হাতে। তার হাতটা পুরে যাবার উপক্রম হলো। নিজের হাত বাচাঁতে গিয়ে, শাওয়ারের নলটা তার হাত থেকে ছুটে গেলো। প্রচণ্ড গরম পানির ধারাটা জে করিমের বুকের উপর গিয়ে পরলো। হঠাৎ বুকের উপর গরম পানির ধারাটা এসে পরতেই জে করিম কঁকিয়ে উঠলো। সে কেমন যেনো ছটফট করছে। সুমি ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

আশচর্য্য, জে করিম হুশ হারিয়ে ফেলেছে। রাত্রি দ্রুত বাথরুমের ইন্টারকম থেকে সরাসরি ডাক্তার কক্ষে কল করলো।

ইন্টারকম রিসীভ করলো আহমেদ। রাত্রি বললো ডাঃ সাকীবকে দাও।

আহমেদ বললো, ডাক্তার সাকীব এখন অপারেশন থিয়েটারে।

রাত্রি বললো, তাহলে ডাঃ আশেককে দাও।

আহমেদ বললো, উনিও অপারেশন থিয়েটারে।

রাত্রি বললো, তাহলে তুমি আসো, খুব তাড়াতাড়ি, একুশ নম্বর বাথরুম।

আহমেদ বললো, ঠিক আছে।

আহমেদ স্টেথিস্কোপটা গলায় ঝুলিয়ে ছুটতে লাগলো।

রাত্রি সুমিকে বললো, সুমি, তাড়াতাড়ি ইলেকট্রিক শকের ইন্সট্রুমেন্টটা নিয়ে এসো।

ভয়ে তখন সুমি কাতর হয়ে আছে। রাত্রির কথা তার কানে যাচ্ছে না। সে চোখ গোল গোল করে তাঁকিয়ে রইলো বেহুশ হয়ে থাকা জে করিমের দিকে। আহমেদ এসে পৌঁছুলো ইতিমধ্যেই। আহমেদ আর রাত্রি ধরাধরি করে জে করিমকে বাথটাবের ভেতর থেকে টেনে বাইরে এনে মেঝেতে শুইয়ে দিলো।

রাত্রি আবারো বললো, সুমি, তাড়াতাড়ি ইলেকট্রিক শকের ইন্সট্রুমেন্টটা নিয়ে এসো।

সুমি কিছুই শুনছেনা দেখে রাত্রি আহমেদকে বললো, তুমি রোগীর বুকে চাপ দিয়ে দম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো, আমি এক্ষুনি আসছি।

রাত্রি ছুটে বেড়িয়ে গেলো। সে ইলেকট্রিক শকের ইন্সট্রুমেন্টটা নিয়ে ফিরে এলো কিছুক্ষনের মধ্যেই।

আহমেদ জে করিমের হার্ট বিট মাপছে। সুমি মনিটরে দেখতে পেলো, বীট সংখ্যা কমতে কমতে জিরোতে এসে পৌঁছেছে। ভয়ে সুমির গলা শুকিয়ে আসছে। সে তার পরনের সিনথেটিক এপ্রনটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাথরুম থেকে পালালো।

রাত্রি সুমিকে ডাকছে, সুমি সুমি, দাঁড়াও, দাঁড়াও, যেওনা প্লীজ!

রাত্রি জে করিমের নাকে অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে দিলো। আশচর্য্য, জে করিম মোটেও অক্সিজেন টানছেনা। আহমেদও বেশ ভয় পেয়ে যাচ্ছে। মারা গেলে কি বিশ্রী ব্যাপার ঘটে যাবে।

রাত্রি জে করিমের নাক থেকে অক্সিজেন মাস্ক সরিয়ে নিলো। সে দেখলো জে করিমের দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। সে ট্রে থেকে দুটো বাঁকা স্টীলের পাত নিয়ে আহমেদ বললো, এইটা দিয়ে রোগীর দাঁত ফাঁক করো, মুখ দিয়ে অক্সিজেন দিতে হবে।

আহমেদ বললো, এই কাজ আমি কখনো করিনি। যদি দাঁত ভেঙে যায়?

রাত্রি বললো, ভাঙবেনা, আমি যা যা বলি তাই করো। তোমাকেই করতে হবে। চিকিৎসা করা তোমারই কাজ। আমি নার্স। তবে আমি জানি এই মুহুর্তে কি কি করা দরকার। নার্সের পক্ষে রোগীর চিকিৎসা করা আইনে বাঁধা আছে বলে, আমি কিছু করতে পারবোনা। প্লীজ! আমি যেভাবে করতে বলি ঠিক সেভাবেই করো। আমার বিশ্বাস রোগীর কিচ্ছু হবেনা।

রত্রির নির্দেশমতো আহমেদ ট্রিটমেন্ট করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই, জে করিমের হার্ট বীট সংখ্যা বাড়তে লাগলো। আহমেদের চেহারা থেকে কালো ছায়াটা সরতে লাগলো ধীরে ধীরে। রাত্রির মনেও ফুর্তি ফিরে আসছে। সে লাফিয়ে দাঁড়ালো, বলে উঠলো অপারেশন সাকসেসফুল। আহমেদও উঠে দাঁড়ালো। আহমেদ উঠে দাঁড়াতেই রাত্রি আনন্দে জড়িয়ে ধরলো আহমেদকে। বললো, তুমি একটা বড় বিপদ থেকে বাঁচালে আমাকে।

আহমেদও রাত্রিকে জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে, বললো, সবি তোমার কল্যানে।

হঠাৎই রাত্রির মনে হলো, একি করছে সে। আহমেদকে জড়িয়ে ধরে আছে কেনো? সে সরে গিয়ে বললো, স্যরি!

আহমেদও বললো, তাইতো? আমিও স্যরি।

অপারেশন থিয়েটার থেকে বেড় হয়ে জে করিমের কথা শুনে, আহমেদকে নিয়ে জে করিমের বেডে গেলো সাকীব। মিনা রায়ও সংগে গেলো পরিস্থিতি জানতে। সাকীব, জে করিমের নাড়ী পরীক্ষা করে বললো, আপাততঃ ভয়ের কোন কারন নাই। তবে, আহমেদ যদি ঠিক সময়ে কিছু না করতো, তা হলে হয়তো বড় সমস্যা হতে পারতো।

মিনা রায় মাথা নত করে আহমেদকে বললো, দুঃখিত, আমার নির্বোধ নার্সদের জন্যে আপনাকে একটা ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিলাম।

আহমেদ বললো, আসলে আমি কিছুই পারতাম না, যদি রাত্রি আমাকে লীড না দিতো?

মিনা রায় বললো, রাত্রি?

আহমেদ বললো, জী, রাত্রি যা যা করতে বলেছে, আমি ঠিক তাই করেছি।

রাত্রি বাথরুমের সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে বেড় হতে গিয়েই চোখে পরলো সুমির বাথ এপ্রনটা পরে আছে মেঝেতে। সে এপ্রনটা হাতে তুলে নিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর নার্স স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো অলসভাবে। নার্স স্টেশনে ঢুকে রাত্রি দেখতে পেলো, সুমিকে খোঁজাখোঁজির একটা ধুম পরে গেছে। সুমির মোবাইল আর বাসার টেলিফোনে বারবার টেলিফোন করে অনেকটা টায়ার্ড হয়ে গেছে তাহমিনা। সে বললো, বাসায় নেই, মোবাইলও রিসীভ করছেনা।

রাধিকা বললো, কিছু করার নেই। সুমি যদি নিজে থেকে যোগাযোগ করে, সেই অপেক্ষাই করতে হবে।

রোকেয়া বললো, কেমন দায়ীত্বহীন মেয়েরে বাবা! রোগী বেহুশ রেখে কেউ কি পালাতে পারে?

লতিফা বললো, দেখতে হবেনা? যেমন ওস্তাদ, তেমন সাগরেদ! আমি তো আগেই বলেছিলাম, এমন কিছু একটা হবেই।

হৈ চৈ শুনে মিনা রায় নার্স স্টেশনে এসে ঢুকলো। সবার উদ্দেশ্যে বললো, এটা নার্স স্টেশন। হৈ চৈ করা আর অন্যের দোষ ধরার জায়গা না এটা। সবাই যার যার কাজ করো।

তারপর রাধিকাকে বললো, বাকীটা তুমি ম্যানেজ করো রাধিকা।

মিনা রায় বেড়িয়ে যেতেই পেছনে পেছনে রাত্রিও এগিয়ে গেলো। সে পেছন থেকে ডাকলো, ম্যাডাম?

মিনা রায় ঘুরে দাঁড়ালো, কি কিছু বলবে রাত্রি?

রাত্রি বললো, আজকের ঘটনার জন্যে আমি দায়ী। আসলে, সুমিকে আমি ঠিকমতো শিখাতে ব্যার্থ হয়েছি। আমাকে ক্ষমা করবেন।

মিনা রায় মিষ্টি করে হাসলো, বললো, বলেছিলাম না আমি, সুমি আর তুমি চমৎকার একটা জুটি হবে। আমার ধারনা ভুল হতে পারেনা।

রাত্রি অবাক হয়ে বললো, মানে?

মিনা রায় বললো, বোকা মেয়ে, মানে আবার বলে দিতে হবে নাকি? সুমি পালিয়ে গেছে শুনে তোমার মনটা যে খারাপ হয়ে আছে তা কি মিথ্যে? তোমার হাতে ওটা সুমির এপ্রন না?

মিনা রায় রাত্রির মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, আশীর্বাদ করি তোমাকে। তুমি একদিন নামকরা নার্স হবে।

আহমেদ এদিকেই আসছিলো। সে অড়াল থেকে মিনা রায় আর রাত্রির কথা শুনছিলো। সে লক্ষ্য করলো, রাত্রির চোখ বেয়ে জল নেমে আসছে।

রাত্রি হু হু করে কাঁদতে লাগলো।

চলবে